②

1. জ্ঞানমূলক বিকাশ

কোহলবার্গ পিয়াজেঁর জ্ঞানমূলক বিকাশের নীতি অনুযায়ী বলেছেন যে, জ্ঞানমূলক বিকাশ ব্যক্তির সামাজিক নৈতিক মান নির্ণয়ে সহায়তা করে। অর্থাৎ ব্যক্তির নীতিবোধ তার জ্ঞানমূলক বিকাশের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে।

2. জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব

বিভিন্ন কারণে ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। যেমন —
* যদি ব্যক্তির মধ্যে দুটি বিপরীতধর্মী বিশ্বাস আবির্ভূত হয়, অথবা
* যদি ব্যক্তির বিশ্বাসের সঙ্গে বাহ্যিক পরিবেশের সংঘাত হয়।

কোহলবার্গের মতে — ব্যক্তির নীতিবোধ তার অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়ে জ্ঞানমূলক স্তরে সাম্যাবস্থা ফিরিয়ে আনে। অর্থাৎ ব্যক্তি ও তার সামাজিক পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে।

3. নির্দিষ্ট ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা

কোহলবার্গ বলেছেন — ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা হল, কোনো পরিস্থিতিকে অন্যের মতো করে দেখে মূল্যায়ন করা বা মর্যাদা দেওয়া। এই ক্ষমতার দ্বারাই ব্যক্তি তার নিজের কোন বিশ্বাসকে অন্যের বিশ্বাসের সঙ্গে তুলনা করে নৈতিক বিচারকরণের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। যে ব্যক্তির ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা বেশি অর্থাৎ যে অন্যের মতামতকে গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পারে, তার নৈতিক বিকাশের সম্ভাবনা বেশি।

মনোবিদ মাইকেল গ্রিন নিম্নলিখিত চিত্রের মাধ্যমে নৈতিক বিকাশের তিনটি উপাদানের পারস্পরিক নির্ভরশীলতাকে ব্যাখ্যা করেছেন।

জ্ঞানমূলক বিকাশ → জ্ঞানমূলক দ্বন্দ্ব অবসানের চেষ্টা ← ভূমিকা গ্রহণের ক্ষমতা

↓

নৈতিক বিকাশের অবস্থা সৃষ্টি

↓

নৈতিক বিকাশ

P.T.O